R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে পৌষ বুধবার, ১৪০২ সাল।
১০ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

জেলার বৃহত্তম শিল্প বিড়ি আজ সংকটের মুখে

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বিড়ি শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা সরকারে জমা না দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুর মহকুমার বেশ কিছু বিড়ি কোম্পানীর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট সিল করে দেওয়ায় কারখানার মালিকরা লক আউট ঘোষণা করে শিল্পটিকে অন্ধকার আবর্ত্তে ফেলেছে। সাধারণ বিড়ি শ্রমিকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ১৯৭৭ এ শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রকল্প চালু হয়। কিন্তু বিড়ি মালিকেরা হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট করে ১৮ বছর ধরে এই প্রকল্পকে অকেজো করে রাখে। পরবর্ত্তীতে তাঁরা হেরে গেলে দেখা যায় কোটি কোটি টাকার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড তাঁদের হাতে রয়ে গেছে। গত নভেম্বরে সরকার ডিমাণ্ড নোটিশ পাঠিয়ে অবিলম্বে বকেয়া টাকা জমা দেবার নির্দেশ দেন। এবং ব্যাঙ্কে নির্দেশ দেন প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের বকেয়া টাকা জমা দেওয়ার ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট না পেলে কোম্পানীগুলির এ্যাকাউন্ট সিল্ড করে দেওয়া হোক। এমন কি ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট থেকে কোম্পানীর দেয় টাকা কেটে নিয়ে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কোম্পানীর মালিকরাও ফাঁকফোঁকর খুঁজতে শুরু করেন। শ্রমিকনেতা ও মুন্সি সংগঠনগুলিকেও হাত করার চেষ্টা করেন। সরকারও বাধ্য হয়ে মহকুমার ৫টি কোম্পানীর এ্যাকাউন্ট সিল্ড করে দেন। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ স্বরূপ বিড়ি মালিক সংগঠন ধুলিয়ানের ৪০টি কারখানায় লক আউট ঘোষণা করে ৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিককে বেকার করে দেন। শ্রমিক সংগঠনগুলি মালিক পক্ষের ৫২ কোটি টাকা পি-এফ বাবদ প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও, এত টাকা মালিক পক্ষের দেওয়া কষ্টকর বিবেচনায় অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা মিটিয়ে আপসে আসতে চাইলেও মালিক পক্ষ তাতে রাজী না হয়ে সংঘর্ষের পথেই পা বাড়ান। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসারি কমিটির মতে গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধে দীর্ঘ স্পার প্রয়োজন

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ গত ১৭-১৮ ডিসম্বর ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসারি কমিটি (টি-এ-সি) এক আলোচনা সভায় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে স্থির করেন ব্যারেজের উচ্চ ও নিম্নপ্রবাহে দুটি স্থায়ী দীর্ঘ স্পার তৈরী করতে হবে। তাঁদের অভিমত বারে বারে গঙ্গার ভাঙ্গা পার না বেঁধে দীর্ঘ স্পার তৈরী করতে পারলে ভাঙ্গন চিরতরে রোধ সম্ভব। এ ব্যাপার নিয়ে পুনেতে মডেল ষ্টাডি করা হবে বলে তাঁরা জানান। গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি টি-এ-সির আলোচনা সভায় এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। এর পর ২৬ ডিসেম্বর ফরাক্কা এনটিপিসি গেষ্ট হাউসে রাজ্য সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় প্রশাসন ও গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক এফ-এস-টিপির ডিজিএম, ব্যারেজের সিনিয়র অফিসার দুজন এবং বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন। সেচমন্ত্রী ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে নিম্ন প্রবাহের ৬-৯ কিমি পর্যন্ত স্পার বাঁধার কাজ শেষ করতে অনুরোধ জানান। ৬-৯ কিমির পর ধুলিয়ান পর্যন্ত কাজ করবেন রাজ্য সরকার সেচমন্ত্রী একথা বলেন। ফরাক্কা ব্লকের প্রায় দু' হাজার পরিবারের বাড়ী ঘর জমি গত কয়েক বছরে গঙ্গা গর্ভে চলে গিয়েছে। এঁদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্কীম জমা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষাভবনের কর্মচারী প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দেরীতে পাওয়া খবরে জানা যায় যে এই জেলার সদর শহরে অবস্থিত প্রাথমিক "শিক্ষাভবন" অফিসের পিওন ভক্তিভূষণ মণ্ডল প্রায় আড়াই লাখ টাকা প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। খবরে প্রকাশ এই কর্মী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরী পাইয়ে দেবার নাম করে জেলার বিভিন্ন বেকার যুবকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ হিসাবে নেয়। কিন্তু প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কোন প্যানেলেই তাদের নাম না থাকায় এবং নিয়োগপত্র না পাওয়ায় তারা ব্যাপারটি এতদিন পরে ফাঁস করে দেয় এবং প্রাথমিক জেলা পরিদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়াও তারা মণ্ডলবাবুকে হুমকি দেয় যে টাকা ফেরৎ না পেলে তাঁকে হত্যা করতে পিছপা হবে না। শিক্ষাভবনের এই কর্মীর দুর্নীতির এবং জীবন সংশয়ের কথা জানতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জেলা পরিদর্শক (ডি, আই) এই কর্মচারীকে রাতারাতি সাগরদীঘি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে ট্রান্সফার করেন। কিন্তু এখানেই ঘটে যায় অঘটন। সাগরদীঘি বাজারের মধ্যেই ঐ সব (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জল বা কোন খাদ্য না খেয়ে এগার মাস

সংবাদদাতা ঃ লোকপরম্পরায় এক বিচিত্র সংবাদে জানা যায় লালগোলা থানার রাজারামপুরের অধীরকুমার সরকারের কন্যা সঞ্চিতা সরকার (১২) দীর্ঘ এগার মাস থেকে জল বা অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ না করেও সুস্থ জীবনযাপন করছে। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন বলে ঐ এলাকার সচেতন মানুষ মনে করেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে পৌষ বুধবার, ১৪০২ সাল।

সীমান্ত এলাকা

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা তৎসংশ্লিষ্ট কিছু মানুষের স্বর্গরাজ্য। এখানে স্বর্গসুখ-লাভের এলাহি ব্যবস্থা। অবশ্য এই স্বর্গসুখ লক্ষ্মীলাভসংক্রান্ত। লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপকরণ ভোগ্যপণ্যাদি। চাল, লবণ, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি এবং গো-মহিষাদি। সব পণ্যের গন্তব্যস্থল এই রাজ্যের নিকটতম প্রতিবেশীরাষ্ট্র বাংলাদেশ। বিবিধ পণ্যাদির পাচার হওয়া সম্বন্ধে আমরা এই পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে লিখিয়াছি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সুরাহা হয় নাই।

আমাদের পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়া ব্যাপক হারে চাল পাচার হইতেছে। পাচারের সময় এখন দিবালোক নহে, তমিস্রা রজনী ও প্রত্যুষ। ভ্যান রিক্সা ও টাঙ্গায় করিয়া বস্তা বস্তা চাল পূর্বমুখী অর্থাৎ বাংলাদেশের উদ্দেশে পাড়ি দিতেছে। পদ্মানদীর বিভিন্ন ঘাট যথা বোলতলা, খেজুরতলা, বাহুরা বা তেঘরী, ষষ্ঠীতলা প্রভৃতি স্থানে চালপাচারের রমরমা চলিতেছে। প্রশাসন হয়ত নিমীলিতচক্ষু। আবার প্রধান দুই রাজনৈতিক দল পোষ্টারে ও মিছিলে পারস্পরিক দোষারোপে সোচ্চার। আর সেই মওকায় মালক্ষ্মী (চাল) চঞ্চলা হইয়া উঠিতেছেন—'হেথা নয়, হেথা নয়,/অন্যকোথা, অন্য কোনোখানে'।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সুবাদে ব্যবসায়ী-দের ফলাও কারবার চলিয়াছে। তাহারা 'মুখবন্ধের' ঔষধ জানে। তাই একটি চক্র ক্রিয়াশীল হইয়া 'শুভ লাভ'-এর ব্যবস্থায় তৎপর। ফলতঃ বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে এতদঞ্চলে 'টু পাইস' করিয়া কিছু মানুষ আজ রাজসিক পর্যায়ে উন্নীত। গাড়ী, বাড়ী, অস্ত্রশস্ত্রাদি, হুকুম তামিলকারী—কোন কিছুরই অভাব ইহাদের নাই। ইহারা সকলে 'মেরা ভারত মহান্'-এর বলিষ্ঠ উদ্গাতা; সেখানে বর্ণ-সম্প্রদায়ের কোন প্রশ্ন নাই।

তবে কি কেহ ধরা পড়ে না? ধরা পড়ে বৈকি! দুই তিনটি ভ্যানওয়ালাকে বমাল ধরিয়া চালান দেওয়া হয় এবং আইনের মুখ রক্ষা করা হয়। প্রশাসন যে ঘুমাইয়া নাই, সজাগ, তাহার প্রমাণ দেওয়া হয়।

প্রতিবেশী অন্যান্য রাষ্ট্রের ও ভারতরাষ্ট্রের সীমান্ত অঞ্চল যেখানেই আছে, সেই সব জায়গায় মাল পাচারের যথেষ্ট রকমভেদও রহিয়াছে। বিবিধ আগ্নেয়াস্ত্র ও কিছু কিছু যুদ্ধোপকরণ, নানা মারাত্মক বিস্ফোরক অন্য রাষ্ট্র হইতে এই রাষ্ট্রে আসিতেছে; প্রশিক্ষণের (গেরিলাযুদ্ধ জাতীয়) জন্য এপারের মানুষ ওপার যাইতেছে; আবার ওপারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ এপারে আসিয়া নানা অঘটন ঘটাইতে তৎপর হইতেছে। ইহাদের কর্মক্ষেত্র পার্বত্য এলাকায় বেশী। গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর রহিলেও তাহাদের তৎপরতার কমতি নাই। নানা স্থানে বিস্ফোরণ ঘটান হইতেছে। দেশী ও বিদেশী মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশে অস্থির পরিবেশ সৃষ্ট হইতেছে। নির্বাচনের সময় প্রভাবশালী দল ভোটযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য মানুষ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

সুতরাং সীমান্ত এলাকা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, অন্যান্য স্থানেরও, আজ নানা স্বার্থ পূরণ করিতেছে।

বাঘ-বাহাদুর

শান্তনু সিংহরায়

সম্প্রতি নববর্ষে 'হট্ নিউজ' হয়ে গেল দুই যুবক। তাজা নররক্তের স্বাদ পেল 'শিবা' নামক বাঘটি। আনন্দের আতিশয্যে বাঘের গলায় মালা পরিয়ে দেবতা হতে গিয়ে নিজেই খাবার হয়ে গেল বাঘের। অন্যজন 'বাঘের আদরে' হাসপাতালে শয্যাশায়ী। সেদিন মদ্যপ অবস্থায় আলিপুর চিড়িয়াখানায় কাঁটা তারের বেড়া এবং পরিখা পেরিয়ে বাঘকে মালা দিয়ে মন্ত্র ফুঁকে বশ করে তার পিঠে চড়ে দেবতা হবে—এই মনোবাসনা ছিলো তেওয়ারীদের। দেবতার মৃত্যু, দেবতা আর হওয়া গেল না। উল্টে নতুন বছরে দেশ তথা বিশ্বময় সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়ে থাকল। বছরের প্রথম দিনেই বাঘ ও মানুষের এই রহস্যময় অসম লড়াই, যেমন কৌতুকের, ভয়ের, বিস্ময়ের, আতঙ্কের আবসার্ড অস্তিত্বের, তেমনি অন্যদিকে জীবনের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয় আমাদের। আমাদের ভাবতে বাধ্য করে জীবন কোথায়, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। বাঘ মানুষ খায়—এটা নতুন ঘটনা নয়। ঘটনা হল হাজার হাজার মানুষের সামনে সুরক্ষিত এলাকা ছেড়ে মৃত্যু-গহ্বরে দুই যুবকের ঢুকে পড়া। গুণিনের কাছে মন্ত্র শিখে, সেই মন্ত্র পড়ে বাঘের গলায় মালা পরিয়ে মৃত্যুরূপী বাঘকে বশ করা এবং বাঘের দেবতা হওয়া ফ্যান্টাসি। ফ্যান্টাসি গল্পে, সিনেমায় ভাল লাগে। বাস্তবে তার পরিণতি কত করুণ হতে পারে তার উদাহরণ ঐ দুই যুবক। দেশ এগোচ্ছে, আর আমরা হাঁটছি পিছনের দিকে। ধন্য আমাদের অধুনিকতা, ধন্য আমাদের শিক্ষা, ধন্য বিচার-বিবেচনা। দুধ খাওয়াচ্ছি গণেশ ঠাকুরকে, 'সম্মোহন' করছি বাঘের মত হিংস্র চতুষ্পদকে। কিছুদিন আগে বেজিং (চীন) শহরে বাবা-মার হাত ধরে হু মাউয়ের চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিল ছোট্ট শিশু লু ঝি। বাবা মায়ের অসর্তকতায় কাঁটা তাঁরের বেড়া পেরিয়ে 'লু' একটা পাণ্ডার (বন্য জন্তু) খাঁচায় ঢুকে পড়লে পাণ্ডাটি বিরক্ত হয়ে লু'র পায়ে কামড়ে দেয়। লু এখন পঙ্গু। আদালত রায় দিয়েছে লিং লিং (পাণ্ডার নাম) এর হিংস্র আচরণের জন্য চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে এবং অসর্তকতার জন্য লু-র বাবা-মাকে জরিমানা দিতে হবে। উল্লেখ করলাম কারণ ওদেশে যা পারা যায় আমাদের এখানে তা হয় না কেন? মানুষের জীবনের দাম কি এতই তুচ্ছ! প্রখ্যাত ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞ 'জিম করবেট' বলেছেন, 'জঙ্গলের গভীরেও বাঘের মত ভদ্র প্রাণী হয় না।' অথচ সেদিন হাজার হাজার মানুষ যখন চিড়িয়াখানায় ঘুরছেন সেই সময় কোন রক্ষী না থাকায় (মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি) ঐ দুই যুবা সমস্ত বাধা পেরিয়ে বাঘকে উত্যক্ত করল এবং নরমাংস ও নররক্তের স্বাদ নিল আজীবন চিড়িয়াখানায় লালিত ব্যাঘ্র শাবকটি। ফলে নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি ঘটল বাঘ-বাহাদুরের। তাই পাগলা মেহের আলীর মত বলতে হয়—তফাৎ যাও, সব ঝুটা হ্যায়'

বহুমুখী সাক্ষরতা প্রচার অভিযান

সাগরদীঘি: জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শৈলেন্দ্রনাথ রায় ৩ জানুয়ারী রতনপুর মোড়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সাক্ষরতা প্রচার অভিযান শুরু করেছেন। আগামী বছরগুলিতে এই অভিযানে অংশ নিতে পঞ্চায়েত সমিতিও অংশ নেবেন বলে জানা যায়। ৩ জানুয়ারী বিকেলে পোষ্টার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। স্থায়ী শিক্ষাসমিতির পঞ্চায়েত শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মহঃ নুরজামাল সেখ ও সাগরদীঘির ভারপ্রাপ্ত বিডিও আতিয়ার রহমান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সাক্ষরতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন।

প্রাথমিক স্কুলে পানীয় জলের টিউবওয়েল ও ল্যাটরিনের ব্যবস্থা

সাগরদীঘি: এই পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহঃ নুরজামাল সেখ আমাদের প্রতিনিধিকে জানান প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পকে সাহায্য করতে স্কুলে স্কুলে পানীয় জল সরবরাহে নলকূপ স্থাপন করা হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা করা হবে। ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিতে বলা হয়েছে।

আরতিদি চলে গেলেন নিঃশব্দে

বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যামিনী পণ্ডিত মশায়ের বড় বউমা আরতি ব্রহ্ম—আরতিদি। ১৩ বছরের কোলকাতার মেয়ে। অনুশীলন সমিতি। পুলিন দাস—বারীন্দ্রের দলের সুরভি গায়ে মেখে রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীর বধূ হয়ে এলেন। ছোট্টো মানুষ। লাবণ্যময়ী। স্বাস্থ্যবতী। সুসংবৃত বেশবাস। সিঁথিতে সিঁদূর। এই আরতিদি।

মুখে মিষ্টি হাসি
'মায়ের আমার মুখের হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার
মাকে মনে পড়ে।'

আরতিদি সম্পর্কে আমার এই কথা। সাকেতদার বৌ। কাজেই আমাদের বউদি। ফুলশয্যার পরের দিন। বৌদি সাকেতদার সাথে পায়ে হেটে ক্লাবে এসেছিলেন। সেটা ঘোড়ার গাড়ীর যুগ। রিক্সা ছিলনা এ শহরে তখন। ঠিক সে সময়ে কিশোরী মেয়েরাও ক্লাবে আসছে—বাসন্তী, গীতা, কণা, আদরদি, জ্যোৎস্না, বাণী, মিটি, পিটি সবার নাম আজ আর মনে নেই। এরা সব আরতিদির মানস কন্যা হয়ে গেল। সুরু হলো মেয়েদের ছোরা খেলা। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার কৌশল ও যুযুৎসু। ছেলেদের লাঠি খেলা। নোয়ান ফেলা। ফ্রি একসারসাইজ। এ সব শেখাতেন আরতিদি। আর একটি ক্লাব দরবেশপাড়ায় দিবুবাবুর ফুলবাগানে ছিল। ঘোঁতাদা, রমণীবাবু মাষ্টারমশায়ের ছেলে ছিলেন তাঁর নায়ক। আরতিদিকে নিয়ে আমরা ক্লাবের ছেলেরা সে ক্লাবেও গিয়েছিলাম। দিনে দিনে আরতিদি আর আমরা মিলেমিশে এক হয়ে গেলাম। একদিন উনি ক্লাবে না এলে আমাদের কি উৎকণ্ঠা, সব মিলে ওঁর বাড়ী চলে যেতাম। নারকোল কোঁড়া চিনি মুড়ি খেয়ে ওঁর সাথে কথা বলে তবে শান্তি।

যে সময়ের চিত্র দিচ্ছি তা ইংরাজ তাড়নোর সময়। আরতিদি তার সামান্য আগে বা পরে। ঠিক এই সময়ে আমাদের ক্লাবে একজন চৈনিক ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন পেনুদার কালী বাড়ীতে। তার পরে পরেই নেতাজী সুভাষ। সে কি দিন! সে কি উদ্দীপনা। আমরা ক্লাবের ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে কুচকাওয়াজ করে নেতাজীকে বালিঘাটার বিদগ্ধগোপাল দাসের বাড়ী থেকে সদরঘাটে মঞ্চে এনেছিলাম। আর আমাদের মুখে গান—

"ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান / হও সবে আগুয়ান /
সাথে আছে ভগবান / হবে জয়।"

সই সব মুহূর্তের সাথে ওঁরা জড়িয়ে আছেন। তারপরে তাঁর শিক্ষিকার জীবন। অপর দিকে তিনি মহিলা সমিতির সঞ্চালিকা। বালিকা বিদ্যালয়ের কমিটির সদস্যা। দেশবন্ধু লাইব্রেরীর সদস্যা। আমি তখন সম্পাদক। একসাথে কাজ করেছি।

এ শহরে মেয়েদের মুখ—প্রগতিশীলা মেয়ে বলতে—আরতিদি, শিবরাণী মুখোপাধ্যায়, মৃণাল পিসিমা (মৃণাল দেবী) ও দুর্গেশনন্দিনী পিসীমা আর শেষ না হলেও পরিশেষে কলাইবড়া খ্যাত—দাদাঠাকুর পুষ্ট কমিশনার কার্তিক সাহার পরিবার—স্ত্রী।

সেই আরতিদি পুণ্যবতী রমণী চলে গেলেন নিঃশব্দে।

খেলাচ্ছলে বোমে লাথি মেরে দুটি বালক জখম

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় তেঘরী মহলদারপাড়ায় গত ৩ জানুয়ারী দুটি ১০ বছরে বালক অন্যান্য বালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে পুকুর পারে পড়ে থাকা দুটি গোল বস্তুতে লাথি মারে। ও দুটি ছিল বোমা। ঐ বোমা ফেটে দুটি বালকই জখম হয়। তাদের নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের চিকিৎসা চলছে।

সবারে জানাই আহ্বান

এখানে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

পাল্‌স পোলিও টিকাকরণ

তিন বছরের নীচে প্রতিটি শিশুকেই একডোজ করে আগামী ২০শে জানুয়ারী ১৯৯৬ পোলিও প্রতিষেধক টিকা খাওয়ানো হবে। ইতিপূর্বে প্রথম ডোজ ৯ই ডিসেম্বর খাওয়ানো হয়েছে।

যে সব শিশু নিয়ম মতো টিকার সময়সূচী অনুযায়ী এই টিকা নিচ্ছে বা যে সব শিশু অসুস্থ তারাও পাল্‌স পোলিওর টিকা অবশ্যই নেবে। ডাইরিয়ায় ভুগছে এমন শিশুকেও এই দিন টিকা খাওয়ানো যাবে।

সরকারী সব হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রেই এই টিকা প্রদান করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 11 (20) / Inf. / Msd. Date 3-1-96

সাক্ষরতাই দেশের মূল সম্পদ

বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো।
কমছে নিরক্ষরতা বাড়ছে নবসাক্ষরের সংখ্যা।
কেবল উৎসাহদান নয় আসুন,
আমরাও নেমে পড়ি কাজে।
শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 5 (25) Inf. / Msd. 2-1-96

বিড়ি আজ সংকটের মুখে (১ম পৃষ্ঠার পর)

আইএনটিইউসির জেলা সম্পাদক অরঙ্গাবাদের মহম্মদ হোসেন আলি লক আউট এর ব্যাপারটি পি,এফ সংক্রান্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়, এটি একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করেন। তাঁর মতে ট্যাক্সবিহীন সিগারেট উৎপাদকরা বিড়ি শিল্পকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এই পদক্ষেপে উৎসাহ দিচ্ছেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি পি, এফ আইনের ভাল দিকটিকে মনে রেখেই এই আইনের সরলীকরণ চাইছেন। তিনি বলেন যত যায় হোক ৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিককে বাঁচাতে এই মুহূর্তে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে সরকার পক্ষকে খুব শীঘ্র লক আউট সমস্যার সমাধান করতেই হবে। তা না হলে এই তিন লক্ষ শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল আরও কয়েক লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে। মুন্সী ইউনিয়ন বলেন—এই পি, এফ আইনানুযায়ী একটা নির্দিষ্ট বয়সে অবসরের পর পি, এফ ফেরৎ পাওয়া যায় এবং পি, এফ কাটার নিয়মে নিযুক্তি পত্র পাওয়ার পর পি, এফ কাটা হয়। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কোন নিয়োগপত্র নেই এবং অবসরকালীন বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট নেই। তারপর একজন বিড়ি শ্রমিক বিভিন্ন কারখানায় বিড়ি বাঁধেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর পি, এফ কাটার আইনমাফিক অসুবিধা রয়েছে। কোন মালিক কখন থেকে কত বয়স পর্যন্ত পি, এফ কাটবেন সেটা এখনও সঠিকভাবে আইনবদ্ধ নয়। এমন কি একজন বিড়ি শ্রমিক, যিনি বিভিন্ন মালিকের অধীনে কাজ করলে, কার কর্মচারী বলে স্বীকৃত হবেন এটাও একটা অসুবিধা। মালিক পক্ষ বলছেন মুন্সীরাই শ্রমিক খাটান ও মজুরী দেন—সেক্ষেত্রে তাঁরাই পি, এফ কাটবেন ও জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু মুন্সীরা কমিশন এজেন্ট, শ্রমিকরা প্রকৃত পক্ষে মালিকদেরই কর্মী। মুন্সীরা যা কিছু করেন তা মালিকের সঙ্গে এজেন্ট চুক্তি বলে। এ সব নানা আইনঘটিত অসুবিধা দূর না হলে পি, এফ সমস্যা মিটবে না। সে ক্ষেত্রে সরকার পক্ষে শ্রমিক মালিক, মুন্সী এদের নিয়ে বসে সমস্যা সমাধান করতে হবে। নইলে শুধু এক তরফা ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট বন্ধের মত ব্যবস্থা নিলে মালিকদের ব্যবসা বন্ধের সুযোগ দেওয়া হবে। এবং মালিকরা সেই সুযোগ নিয়ে একটার পর একটা কোম্পানী লক আউট করে শ্রমিক সমস্যাকে ঘোরালো করে তোলার সুযোগ পেয়ে যাবেন। তাতে যে শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতির জন্য এই পি, এফ ব্যবস্থা সেই শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্থ ও বেকার হয়ে দুর্গতির সম্মুখীন হবেন।

প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

বেকার যুবকরা গুণ্ডাবাহিনী লাগিয়ে ভক্তিভূষণ মণ্ডলকে দৈহিক নির্যাতন করে এবং ডিসেম্বর '৯৫ এর মধ্যে টাকা ফেরৎ না দিলে তাঁর মৃত্যু অবধারিত এও জানায়। আমাদের প্রতিনিধি ভক্তিভূষণ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা পায়নি। তিনি অফিসে ছুটি নিয়ে চলে গেছেন এবং তাঁর বহরমপুর বাড়ীও তালাবন্ধ। তাঁর বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ যে তিনি এর আগে ১৯৮৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময়ও প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন। তখন অবশ্য উপরতলার বাবুদের বলে ও টাকা দিয়ে ফিট করে অনেক চাকরী করেও দিয়েছিলেন। এবার তা না পারায় এই বিপত্তি।

প্রতিরোধে দীর্ঘ স্পার প্রয়োজন (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ব্যারেজের অতিরিক্ত জমি বণ্টন করতে সক্ষম হতে পারেন বলে কর্তৃপক্ষ জানান। সেচমন্ত্রী এই আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত নেন—বিহার সরকার এনটিপিসি ও ফরাক্কা ব্যারেজ প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী বন্যা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হবে। তিনি আরও বলেন ইতি-মধ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গঙ্গা ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার ৩৭ কোটি টাকা অনুমোদন করেছেন।

১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

World **AKAI** Cup '96

Colour TV

Tokyo Japan

DEALER :

Bharat Electronic

Raghunathganj ॥ Phone : 66321

চন্দ্র বস্ত্রালয়

রেশম খাদি এবং তাঁতবস্ত্র বিক্রয় কেন্দ্র

বাজারপাড়া ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

এখানে যাবতীয় খাদি বস্ত্র, রেশমজাত বস্ত্র, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গরদ, করিয়াল এবং জামদানী শাড়ী, গরদ কেঠে মটকার থান, কাঁথা ষ্টিচের থান প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যে পাইবেন। এছাড়া রয়েছে সমস্ত প্রকার তাঁতের শাড়ীর সম্ভার। যাবতীয় বস্ত্রের উপর নির্দ্ধারিত রিবেট দেওয়া হয়।

'এপিয়ারী' মধু একমাত্র এখানেই পাইবেন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।